



269079 - eToro ওয়েবসাইটে বনিয়োগ করার হুকুম

প্রশ্ন

eToro ওয়েবসাইটে বনিয়োগ করার ব্যাপারে অনেকে কথাবার্তা হচ্ছে; যখনে শেয়ার ক্রয়বিক্রি করা যায়। কউে বলেন: হালাল, কউে বলেন: হারাম, কউে বলেন: ইহুদী কোম্পানী; এর সাথে লেনদেন করা অনাবশ্যক...। আশা করি আপনারা বিষয়টি পরিস্কার করবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

স্টক মার্কেটে বা অন্য কোন মার্কেটে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে বনিয়োগ করা কখনও জায়েয, আবার কখনও নাজায়েয— লেনদেনের প্রকার ও শরয়ী নীতিমালা মনে চলা বা না-চলার ভিত্তিতে।

ফরক্স সিস্টেমে মার্জনি বা লভিরজে নামে যে লেনদেন হয় সেগুলো জায়েয নয়; এগুলোর মধ্যে বেশকিছু শরয়িত গ্রহণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে।

এই লেনদেনগুলোতে যে সব শরয়িত গ্রহণিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে যমেনটি ফকাহ একাডেমীর সদিধান্তে উল্লেখ করা হয়েছে:

ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে এই লেনদেনের ব্যবসায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে শরয়িতে নষিদিহ হারাম চুক্তিগুলো সম্পাদিত হয়ে থাকে:

১। বন্ডের ব্যবসা। এটি হারাম সুদী কারবার। ফকাহ একাডেমীর ষষ্ঠ অধিবেশনের ৬০তম সদিধান্তে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

২। কোন প্রকার বাছবাচার না করে সব কোম্পানির শেয়ারে ব্যবসা করা। ওয়ার্ল্ড মুসলিম লীগের অধিভুক্ত ফকাহ একাডেমীর ১৪১৫ হিজরীতে অনুষ্ঠিত ১৪তম অধিবেশনের চতুর্থ সদিধান্তে স্পষ্টভাবে এসছে যে, যে কোম্পানিগুলোর মূল উদ্দেশ্য হারাম কথিবা কিছু লেনদেনে সুদভিত্তিক হারাম সেগুলোতে বনিয়োগ করা হারাম।

৩। বদিশৌ মুদ্রার ক্রয়বিক্রয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে শরয়িত অনুমোদিত গ্রহণ ছাড়াই সম্পাদিত হয়; যে গ্রহণের মাধ্যমে লেনদেনটিকে বৈধ হয়।



৪। এখনো এতদূর পর্যন্ত চুক্তি ও ভবিষ্যৎ চুক্তিগুলিতে ব্যবসা করা। জেদ্দাস্থ ফকাহ একাডেমীর ষষ্ঠ অধিবেশনে ৬৩তম সিদ্ধান্তে এসেছে যে, এখনো এতদূর পর্যন্ত চুক্তিগুলিতে ব্যবসা করা শরিয়তে জায়গা নেই। কেননা যেকোনো কনট্রাক্ট করে চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে সেটা সম্পদ নয়; কোন সর্বো নয় এবং কোন আর্থিক অধিকারও নয় যে, সেটার বিপরীতে বিনিময় নেয়া বৈধ হবে। অনুবৃত্ত কথা প্রযোজ্য ভবিষ্যৎ চুক্তি ও সূচকের উপর সম্পাদিত চুক্তিগুলোর ক্ষেত্রেও।”[সমাপ্ত]

দুই:

eToro ওয়েবসাইট যাচাই করে পরিস্কার হল যে, এ ওয়েবসাইটে মার্জিনি পদ্ধতিতে লেনদেনে সম্পাদিত হয়; যার মধ্যে overnight সুদী ফি রয়েছে এবং হারাম সিএফডি (পার্থক্যের চুক্তি)-র মাধ্যমে লেনদেনে সম্পাদিত হয়।

পার্থক্যের চুক্তিসমূহ কথিবা পার্থক্যের বিনিময়ে চুক্তিসমূহের সংক্ষিপ্তরূপ হচ্ছে— ‘সিএফডি’। এই চুক্তির সংজ্ঞায় বলা হয়: এটি দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি। দুইপক্ষকে সাধারণত ‘ক্রতো’ ও ‘বিক্রতো’ নামে ইশারা করা হয়। এর মূল্য মূল্যের উপর নির্ভর করে (যেমন- স্টকের সূচক, শস্যের কথিবা ভবিষ্যৎ বলিম্বের পণ্য চুক্তি)।

চুক্তি শেষে কথিবা উভয় পক্ষ যখন লেনদেনে সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন বিক্রতো ক্রতোক লেনদেনে শুরু করার সময়ের সাথে বর্তমান মূল্যের যে পার্থক্য সেটা পরিশোধ করে। যদি মূল মূল্য উর্ধ্ব হয় থাকে।

ঠিক এর বিপরীতে যদি মূল মূল্য নম্ন হয়; তথা বর্তমান মূল্যের সাথে মূল মূল্যের পার্থক্য মাইনাসে হয়; তখন ক্রতো বিক্রতোক পার্থক্য যা সেটা পরিশোধ করে। দেখুন: <http://www.ifcmarkets.com/ar/cfds/what-is-cfd>

এ ধরনের পার্থক্য নির্ভর চুক্তি হারাম এবং ফকাহ একাডেমীর সিদ্ধান্তে উল্লেখিত এখনো চুক্তি ও ভবিষ্যৎ চুক্তি এটাই।

এর সাথে যদি মার্জিনি সিস্টেমে বসিয়ে যোগ করা হয় তাহলে এই লেনদেনে হারাম হওয়ার এটি আরকেটি দিক।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।